প্রতিরক্ষা কী ? প্রতিরক্ষার প্রকারভেদগুলি উল্লেখ কর ? প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যগুলি লেখ।

→ যুদ্ধের উদ্দেশ্য শত্রু ধ্বংস করা। দেশের সুরক্ষার জন্য তাই শত্রুর উপর আক্রমণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু উপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা না করে শত্রুর উপর আক্রমণ করা যায় না। প্রতিরক্ষা আসলে বিলম্বিত আক্রমণ। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা দ্বারা যুদ্ধ জয় হয় না। এ-জন্য বলা হয় "Attack is the best defence!" ফলে দেশের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিরক্ষার প্রকারভেদ :- প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা —

ক) পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা (Deliberate Defence)

খ) দ্রুত প্রতিরক্ষা (Hasty Defence).

ক) পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা :- যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আগে অর্থাৎ শত্রুদের বিভিন্নমুখী পরিক্রমণ ~~[illegible]~~ গ্রহণ করার পূর্বে ভালো করে এলাকা পর্যবেক্ষণ করে হাতে সময় নিয়ে পছন্দ মতো এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলাকে পরিকল্পিত প্রতিরক্ষা বলে।

খ) দ্রুত প্রতিরক্ষা :- যুদ্ধ ক্ষেত্রে হঠাৎ শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার উপক্রম ঘটেছে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে সময় নষ্ট না করে শত্রু সেনাদের প্রতিহত করতে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় তাকে দ্রুত প্রতিরক্ষা বলে। দ্রুত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পছন্দ মতো এলাকা বাছাই করার সময় থাকে না।

Scanned with CamScanner

প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য :— যুদ্ধকার্যে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য নেই। শত্রু পক্ষকে নিজ দেশের উপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ না দেওয়া যেমন আক্রমণের লক্ষ্য, তেমনি নিজ দেশ যাতে শত্রু আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা যায় তা সুনিশ্চিত করা প্রতিরক্ষার লক্ষ্য। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল —

১) শত্রু পক্ষকে নিজ ভূ-খণ্ডের কোনো অংশই দখল করতে না দিয়ে নিজ দেশের সুরক্ষা বজায় রাখা।

২) প্রতিরক্ষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূ-খণ্ডের সুরক্ষা দেওয়া,

৩) প্রতিরক্ষিত এলাকার বাইরে অন্য কোনও স্থলে আক্রমণের প্রয়োজন হলে সেখানে সংরক্ষিত অংশ থেকে সৈন্য পাঠিয়ে সাহায্য করা।

৪) আক্রমণের সময় আক্রমণ ব্যূহের পার্শ্বে নিয়োজিত সৈনিকদের রক্ষা করা।

৫) সময়মত শত্রু সৈন্যের আক্রমণের ক্ষমতা নষ্ট করা বা আক্রমণের তীব্রতা দুর্বল করে দেওয়া এবং সেই নিজ দলের আক্রমণের ক্ষমতা বাড়ানো।

৬) শত্রু সেনাদের এমন জায়গায় ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে যাতে তারা সেখানে যেতে বাধ্য হলে সহজেই বিনাশ করা যায়,

৭) আক্রমণের সময় অনেক ক্ষেত্রে কৌশলগত কারণে পশ্চাদ্‌-অপসারণ করতে হয় বা আক্রমণের পর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌-অপসারণে ও পুনর্গঠনে সৈনিকদের দেওয়া।